গণেশ-মঙ্গল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রণীত ও প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, ৬২।৬৩ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১২।১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩১৯

মূল্য ৵০ দুই আনা।

যিনি ইংলণ্ডের মহিলাদিগের মধ্যে

আদর্শ নারী,

হিন্দুজাতির সহিত যাঁহার অপূর্ব্ব সহানুভূতি,

যিনি

ধর্ম্মপ্রাণা ও সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষশূন্যা,

সেই

মিসেস্ ইউল মহোদয়ার

কর-কমলে

এই ক্ষুদ্র "গণেশ-মঙ্গল"

আন্তরিক ভক্তির সহিত

অর্পিত হইল।

গণেশ-মঙ্গল

জয় জয় জয়, বিঘ্নবিনাশন,
জয় জয় লম্বোদর,
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, জয় পরিত্রাতা,
জয় জয় পরাৎপর!
হে আনন্দরূপী, প্রকৃতির অঙ্গে
হস্তি-শুণ্ড আস্ফালিয়া,
একি ঘন ঘন, বপ্র-ক্রীড়া তব,
ত্রিভুবনে মাতাইয়া!
হও গো প্রসন্ন, হও গো প্রসন্ন,
হে সুন্দর গজানন,—
জিনি মদনের কমল-নয়ন,
কৃষ্ণপিঙ্গ-দুনয়ন!

ভয়-বিনাশক, এস বিনায়ক,
এস, এস গণপতি।
জনমে জনমে থাকে যেন মোর
ও শ্রীপদে মতি, গতি।
হে অনন্তশক্তি, তোমা হ'তে ওই
প্রকাশে, অনন্তজীব,
তোমারি চরণ- সরোজ-আঘ্রাণে,
শিব হয়েছেন শিব!
স্বরূপে নির্গুণ, সত্ত্ব রজ তমে,
হইয়াছ গুণময়,
তোমা হ'তে সর্ব্ব জগৎ প্রকাশ—
জয় গণপতি জয়।
তোমা হ'তে ব্রহ্মা, তোমা হ'তে বিষ্ণু,
তোমা হ'তে মহেশ্বর—
ইন্দ্র বরুণাদি যত দেবগণ,
অসুর, গন্ধর্ব্ব, নর!
তুমি বুদ্ধিরূপী,— মুক্ত মুমুক্ষুর
তুমিই অজ্ঞান হর।
উর উর আজি ওহে দয়াময়,
দাসে পরিত্রাণ কর।

বেদবাক্য রাশি "নেতি নেতি" করি,
সদাই কুন্ঠিত হয়—
মহাকাল আসি, হইয়ে বিস্মিত,
তব পদানত রয় !
তুমি গো মৃণাল, তোমারই বৃন্তে
এই সৃষ্টি-শতদল,
রয়েছে ফুটিয়া, সৌরভে গৌরবে,
মাধুরীতে ঢল ঢল !
অনির্ব্বচনীয়া, গুণময়ী মায়া,
গর্জ্জে যেন কাল-ফণী !
তুমি তার শিরে অপূর্ব্ব ভাস্বর,
দীপ্ত পদ্মরাগ-মণি !
এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৃষ্ণ ও ভীষণ,
শ্রাবণের মেঘরাশি,
হে চির-সুন্দর, লাবণ্য-নির্ঝর,
তুমি সৌদামিনী-হাসি !
চির রহস্যের এই মহাব্যাপ্তি,
শ্মশানের দিগম্বর,—
তুমি গৌরী-রূপে সর্ব্বাঙ্গ তাহার
করিয়াছ কি সুন্দর !

মধুর মাধুর্য্য, তুমি বিনায়ক,
কোমলের কোমলতা,
সুন্দরের মাঝে, তুমিই সৌন্দর্য্য,
সরলের সরলতা।
সতীর সতীত্ব, ভকতের ভক্তি,
প্রেমিকের মহা-প্রেম,
অপূর্ব্ব আকাশে, অপূর্ব্ব সুধাংশু,
লাবণ্যে জিনিয়া হেম।
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
নাহি দ্রব্য, নাহি ঋদ্ধি,
শুণ্ডের সঙ্কেতে কর কর দয়া,
তবেই হইবে সিদ্ধি।
আদিতে হে দেব, কর্ম্মের প্রসঙ্গে
করিয়াছি পাপ কত ;
তাই—জনমে জনমে, মাতার গরভে,
সহি ক্লেশ অবিরত।
সে ঘোর যন্ত্রণা, করিতে বর্ণনা,
শকতি-বিহীন আমি—
সকলি তো জান, কি আর জানাব,
হে দেব অন্তরযামী !

সেই অপরাধ, ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—
তুমি না ক্ষমিলে কে ক্ষমিবে তাহা,
হে গণেশ গুণাকর ?
শৈশবে ছিলাম, কি ঘোর অশুচি,
হইয়ে অজ্ঞান-মুগ্ধ !
হইলেও ইচ্ছা নাহি পাইতাম,
জননী-স্তনের দুগ্ধ।
কি ক্লেশ পেতাম মশক-দংশনে !
সে ক্লেশ দারুণ ঘোর—
ভুলে তব নাম করি নাই কভু,
আমি অপরাধী চোর !
সেই অপরাধ ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—
তুমি না ক্ষমিলে কে ক্ষমিবে তাহা,
হে গণেশ গুণাকর ?
যৌবনেও দুষ্ট,— প্রৌঢ়-বয়সেও
ছিনু ঘোর দুরাচার—
পিশাচ দানব, জিনিয়া কুৎসিৎ
ছিল মোর ব্যবহার।

সদা পরদারে ছিলাম আসক্ত,
নারী ধ্যান, নারী জ্ঞান,
নারীর অধর- সুধায় বিভোর—
ভাঙিতে নারীর মান,
কতই যতন, সারা রাত্রি জাগি !—
যোগীও ঋষিও এত
করে না সাধনা ! আশ্চর্য্য আমার
নারী-পদ-সেবাব্রত।
বাসন্তী নিশায় একটি চুম্বনে,
নিশি হ'ত অবসান !
সারা দিন আমি, গাহিতাম উচ্চে
নারীর মঙ্গল-গান।
সেই অপরাধ ক্ষমা কর, দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—
তুমি না ক্ষমিলে, কে আর ক্ষমিবে,
হে গণেশ গুণাকর ?
ওহে বিনায়ক, বার্দ্ধক্য আমার,
হের দেখ উপস্থিত !
শত ধোতে হায় যায় না কলঙ্ক,
একি কলুষিত চিত !

নারী-রূপ হেরি, এখনো এখনো,
চিত্ত হয় কি অস্থির !
নারীর কটাক্ষে, বিদ্ধ পাখী সম,
চিত্ত মম কি অধীর !
দেব-পূজা তরে বসি গো আসনে,
রূপসীর রূপ জাগে,—
ভাবি মনে মনে নারী-মূর্ত্তি-কাছে,
দেব-মূর্ত্তি কোথা লাগে ?
হইয়ে অজ্ঞান, মান-অপমান,
ভুলে যাই, ভুলে যাই।
হইয়ে পাগল, রূপসী-কুসুমে
ভৃঙ্গসম, সুধা পাই।
এই অপরাধ ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—
তুমি না ক্ষমিলে, কে ক্ষমিবে আর,
হে গণেশ গুণাকর ?
হইয়াছি বুড়া, যমদূত আসি,
করে সদা টানাটানি—
তবু ও নারীরে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
যোড় করি দুটি পাণি !

সদা হিংসা দ্বেষ, পরনিন্দা শুনি,
ফুল্ল হয় কলেবর—
তাজ-মহলের মন্দির জিনিয়া,
অপরূপ, মনোহর,
গড়েছি দেউল নিন্দা দেবতার !
নিন্দাদেবী কোটী-ভুজা—
নশ-ছাগ-শিশু খড়গাঘাতে কাটি,
করি আমি তাঁর পূজা !
নন্দন-কানন হরিয়া লইয়া,
দেবেরে করেছি দূর—
ত্রিদশ-আলয়, কম্পিত, বিস্মিত,
আমি যেন বৃত্রাসুর !
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তারো প্রতি লোভ !
বুঝি এই ঘোর পাপে,
সবংশে মজিব ! বিনষ্ট হইব,
বুঝি কোনো দেব-শাপে !
এই অপরাধ, ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—
তুমি না ক্ষমিলে, কে আর ক্ষমিবে,
হে গণেশ গুণাকর ?

কুম্ভীপাক-আদি ভীষণ নরক,
আনন ব্যাদন করি,
আছে মোর লাগি ! এ বিপত্তি-কালে,
তোমার শ্রীমুখ স্মরি,
ডাকিতেছি তোমা ! এস দয়াময়,
এস, এস, ভয় হর,—
তুমি না রাখিলে, কে আর রক্ষিবে,
হে গণেশ গুণাকর ?
সন্ধ্যা গেছে চলি, এসেছে রজনী,
সঙ্গে লয়ে আঁধিয়ার—
একি ঘোর বিঘ্ন ! বিঘ্ন বিনাশন,
করুণার অবতার,
এস এস এস, সম্মুখে আমার,
অজ্ঞান-আলেয়া জ্বলে !
চাহিনু হেরিতে, তাও দূরে গেল,—
বুদ্ধি গেল রসাতলে !
ওহে জ্ঞান-রবি, এস এস এস,
মানস-তিমির হর।
তুমি না হরিলে কে আর হরিবে,
হে গণেশ গুণাকর ?

ওহে গণপতি, বুঝেছি বুঝেছি,
আগে ভক্তে বিঘ্ন দাও—
কত তার ভক্তি, কত তার প্রেম,
আগে বুঝিবারে চাও !
সৌভাগ্য-কমল, করি ঢল ঢল,
বিপদ-মৃণালে ফোটে ;
কণ্টকের বনে, ফুটিলে কেতকী,
অলি ঝঙ্কারিয়া ছোটে !
বিরহের শেষে, বুঝেছি বুঝেছি,
মিলন মধুর হয়—
আপনা হারালে, সর্ব্বস্ব খোয়ালে,
তবে হয় বিশ্বজয় !
তাই বিঘ্ন-বাণে, ভকতের তনু,
কর আগে জর জর,
তার পরে হেসে, নিজে দাও ধরা,
হে গণেশ গুণাকর !
কত বিঘ্ন-বাধা, ঠেলিয়া ঠেলিয়া,
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে,
এসেছি সৈকতে, ওহে সুধাসিন্ধু,
মিলিবারে তব সঙ্গে !

আমি ব্রহ্ম-পুত্র,   নদ ভয়ঙ্কর,
    গরজিয়া, আস্ফালিয়া,
আসিয়াছি দেব,   তোমার সকাশে !
    কোটি বাহু বিস্তারিয়া,
ধর ধর বক্ষে,—   হে পরম-ব্রহ্ম,
    পুত্রে ধর আলিঙ্গিয়া !
পাষাণ-আঘাতে   কি দারুণ ক্লেশ,—
    দুরু-দুরু কাঁপে হিয়া !
হেথা কি প্রশান্তি !   মাথার উপর
    কি বিরাট মহাকাশ,—
ওই যে হইছে,   অপূর্ব্ব সুন্দর
    পূর্ণচন্দ্র-পরকাশ !
এ আনন্দ-চন্দ্রে   ধরেছ হৃদয়ে—
    কোটি বাহু প্রসারিয়া,
কি তব হরষ !   হে সিন্ধু, তোমার,
    কি উচ্ছ্বাসে কাঁপে হিয়া !
লভিব নির্ব্বাণ,   কোটি-জনমের
    কর্ম্মভোগ সাঙ্গ করি,
হে সুধা-জলধি,   ও অনন্ত বক্ষ,
    চিরতরে বুকে ধরি !

*　　*　　*　　*

এবে গণপতি, দাওগো বিদায়, গণেশ-মঙ্গল শেষ,—
কে পারে বর্ণিতে, তব গুণাবলী ? নাহি তার কাল, দেশ !
ওহে সিদ্ধিদাতা, দাও দাও বর, রজ-রূপী হস্তি-মুণ্ডে
করি সুসজ্জিত সত্ত্ব-বরতনু, কর্ম্মযোগে করী-শুণ্ডে
করি আস্ফালন ! আলস্য ও তম চিরতরে করি দূর—
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গিয়া, বিশ্বপ্রেম-চক্রে, হই যেন মহা শূর !
করুণার গদা আঘাত করিয়া, এ বিশ্বে জিনিব রণে,
এ বিশ্ব বলিবে,—"হেন শূর বীর, নাই, নাই ত্রিভুবনে !"
জ্ঞান-গ্রন্থ আর ভকতি-লেখনি, তব সম লয়ে করে,
দিব মহা-শিক্ষা, দিব মহা-দীক্ষা, এ বিশ্বের নারী-নরে।
ওহে গণপতি, তোমার উদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করি,
রচেছি "মঙ্গল"— এ নৈবেদ্য আজি লও দেব, শুণ্ডে ধরি' !
জানি আমি দেব, তব যোগ্য নহে, এই ক্ষুদ্র উপহার !
দীন বিদুরের প্রীতি-উপহার, হয়ে কৃষ্ণ-অবতার,
করিলে গ্রহণ ! তাই দেব দেব, সাহসী হইনু আমি—
কি আর বলিব ? জানিছ সকলি, ওহে কাঙ্গালের স্বামি !
সোণা কোথা পাব ? রূপা কোথা পাব ? এনেছি, এনেছি কড়ি,—
সংসার-জলধি করিছে গর্জ্জন ! দাও চরণের তরী !

An Ode to the Lord Ganesh

BY

Devendranath Sen, M. A.

VAKIL, HIGH COURT.

FOREWORD

The foregoing poem in Bengalee and the following poem in English are both laudatory addresses to the Lord Ganesh, one of the celebrated Hindu deities. His name is a household word in every Hindu family, for, enjoined by his holy scriptures, the Hindu utters His name before uttering the name of any other deity. As this utterance of the God's holy name in a truly devotional spirit, ensures success to all his undertakings the orthodox Hindu never fails to secure an image of the God for daily worship. The sceptic is no doubt immensely amused at the idea of an elephant's trunk being thus honoured and revered, because he is not aware that every true Hindu is perfectly conscious

of the fact that behind this mask of grotesque symbols, there is the Universal Spirit, who is

"The Father of all, in every age,
In every clime adored,
By saint, by savage or by sage,
Jehovah, Jove or Lord."

Accordingly, knowing as he does that a plural God is a contradiction in terms, the truly devout Hindu, focussing his attention on the image of his own favourite deity (*Ist Devatá*), really tries to transcend all limitations and reach the Universal Spirit. No bluuder is more huge than to suppose that the trne Hindu is idolatrons and given to superstitions.

Devendranath Sen.

DEDICATION.

To Mrs. Yule.

O thou ideal lady! ever green
Is thy rich heart, in whose sweet vernal bower,
The Bird of Universal Love, unseen,
From its secluded nest, doth daily shower
Celestial melody, whose magic power,
Ah, gently steals our soul! Thy arrows keen,
Have shot Bigotry, and his crew. They cower
Lo, at thy sight! Hail! Hail! O Warrior-Queen!
As when a child, wild-dancing in full glee,
In haste, brings nameless Jungly-flowers, to greet
Her mother dear, with smiles she gazes on
Those flowers, all scent-less, hue-less, though
they be,—
No roses—wild flowers, in Devotion's Dawn,
I culled! Oh smile! I lay them at thy feet.!

Ode to the Lord Ganesh.

All hail ! All hail ! O thou dispeller
of Pale Fear !
O Lord ! this suppliant's story hear,—
O deign to hear !
Thou potent Lord, at whose bidding,
man and nation,
Rise and fall, like sun-rise, sun-set,
in creation !
Thou art formless, Oh yet Lord ! Thou art
form and name,—
Thou willest and anon,
this Universal Frame
Doth rise ! This solid Edifice melts
at Thy breath !

O Mystery of mysteries !
White Life, Black Death.
Art Thou ! Pursuits, Thou dost elude,
e'en like a hart,
That arrow-like, doth fly from
hunter's cruel dart !
The fool doth fancy, he has found
Thee,—O All-Wise !
Who can discover Thee ?—
The Ever-New Surprise ?
Cameleon-like or dolphin-like,
Thou changest hues,—
Thou blushest in the roses red !
Anon in dews,
Thou smilest, pearl-like,—
oh thou droopest in the vine !
Ah who can guage thy Beauty—
Beauty Superfine ?
The Vedas, Reeshees stand,
awe-struck, in mute surprise !

They cry "Not this ! Not this !"

Oh, can the Eagle rise,

To greet the dazzling splendour

of the midday-sun ?

He, gazing at the Light of lights,

blind, all un-done,

Falls headlong down from

that mad, giddy height,

Half-dead, with feathers torn,

And bleeding in the flight !

O Lord ! O Lord ! Omnicient !

O Full Glory !

Full-well thou knowest

all my life's sad story !

While yet a baby, weak and crying

for the breast,

For milk, I cried in vain,

For though sad, woe-oppresst,

I could not speak ! Ah me,

none heard me : I was dumb.

No signs, no nods I knew—
the Mother would not come !
And fevers, agues did afflict me !
What a sight !
The gnats would buzz around me,
Oh stinging me, all-night !
Thus speechless, helpless, O my Lord.
no prayer I knew,—
Forgive, forgive my sins !—
am shiv'ring in thy view !

* * *

In youth, Mad Joy did seize me !
Woman's lovely face,
Lord ! was the goal of my pursuits,—
her sweet embrace
Did hold me, spell-bound !
Oh no rest I knew ! Her tear
Of joy, was like a pearl to me !
I knew no fear—

Like knights of old I stood by her—

her champion bold !

My Love-shield glittered, like

the varnished yellow gold !

Thus helpless—woman's slave—

Lord, no prayer, I knew !

Forgive ! Forgive my sins !

Am shiv'ring in Thy view

And now, O Lord, am old—

two scores and ten have passed-

Yet in this Play, love-scenes of

youth, are not the last !

My hairs are grey, my eyes are dim,

Death grins at me—

And yet, Oh like a wingless bird,

I sing in glee,

Imprisoned in the cage of woman's Love !

Her smile,

Like moonlight of Autumnal Night,

me doth beguile !

I try to pray—with eyes full-
closed in meditation—
But Love, with loud, loud claps, cries—
"Woman is salvation !"
Thus helpless, caged in woman's love,
no prayers I knew—
Forgive, forgive my sins,—
Am shiv' ring in Thy view !

* * * *

Lo ! Greed and Avarice, like snakes,
hiss in my heart,
And Anger, like a she-wolf, howls !—
Lust flings her dart !
In dire dismay I shudder, Lord !
I stand before
Thy threshold—in despair
I knock ! Oh ope the door !
Oh send me not away
the demons flock around,

They mock me with their jeers
and dire unearthly sound!
Oh come, Oh come, O Captain;
in thy weapons dight—
And slay the demons and the monsters
in the Fight!
The night is dark, the lightning
flashes in the sky :—
And I am night-blind, Lord—
no soul, no inn, is nigh!
O help me, help me, Lord,
I do beseech and pray—
Hark! how they hiss and howl,
Oh send me not away!
How ugly is my heart!
How awkward is her gait—
She stoops—Lord! by thy magic-wand,
Oh. make her straight,
And lovely, Great Magician,
potent in Thy might—

Ev'n as touched by Thy wand,

the black, black, ugly night.

Smiles, lovely in her moonlight-

glory—as the shell

Of oyster, bears a precious pearl,

Oh, by thy spell

And incantations wild !

E'en as, O Lord, touched by

Thy Hand, the ugly insect

turns a butterfly,—

E'en as a poor sweet lovely girl

by country-green.

All-sudden, courted by the king,

becomes a Queen !

I thank thee, Lord ! O Bliss Incarnate !

God of Glory !

That Thou hast deigned to hear

a sinner's mournful story—

Ah, Thou smilest ! That smile forebodes

for me, sweet Joy—

The Joy that Time and Death

are powerless to destroy !

So, when the rose-bud blooms,

the incense of the pan

Of its sweet crimson-heart, and smile,

briug Joy to man,

And wealth to murm'rous bees !

What fragrance fills the air !-

All Nature seems a Rosy Dawn—

a Grand May-Fair !

Farewell ! That smile again !

This smile will bring me Joy-

The Joy that Time and Death

are powerless to destroy !

প্রাপ্তিস্থান ও মূল্যের তালিকা

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

"অশোক-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১৷৷০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"গোলাপ-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১৷৷০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"পারিজাত-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১৷৷০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲।

"শেফালি-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৸০ সাত সিকি, কাপড়ে ১৷০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৸০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৸০ এক টাকা বার আনা, কাপড়ে ১৷০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৸০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-শিশুমঙ্গল"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৷০ পাঁচ সিকি, কাপড়ে ৸০ বার আনা, কাগজে ৷৷০ আট আনা।

"অপূর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ৸০ বার আনা, কাপড়ে ৷৷০ আট আনা, কাগজে ৷০ চারি আনা।

"অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ৸০ বার আনা, কাপড়ে ৷৷০ আট আনা, কাগজে ৷৵০ ছয় আনা।

"হরি-মঙ্গল"—মূল্য ৷৷০ আট আনা।

"মালঞ্চ-কাব্য"—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। মূল্য রেশমী বাঁধা ১৷৷০ দেড় টাকা, কাপড়ে ১৲ এক টাকা, কাগজে ৸০ বার আনা।

"দেবেন্দ্র-মঙ্গল"—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। মূল্য ৵০ এক আনা।

"দেউল"—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য রেশমী বাঁধা ১৷৷০ দেড় টাকা, কাপড়ে ১৷০ পাঁচ সিকি, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"জ্ঞানদা-মঙ্গল"—মূল্য ৵০ এক আনা।

"শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল"—মূল্য /০ এক আনা।

"শ্রীগৌরাঙ্গ-মঙ্গল"—মূল্য /০ এক আনা।

"শ্যামা-মঙ্গল"—মূল্য /০ এক আনা।

"কার্ত্তিক-মঙ্গল"—মূল্য /০ এক আনা।

"জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল"—মূল্য /০ এক আনা।

"গণেশ-মঙ্গল"—মূল্য ৵০ দুই আনা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

"গোবিন্দ-মঙ্গল"—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য /০ আনা।

"গিরীন্দ্র-মঙ্গল"— ঐ ঐ

"অক্ষয়-মঙ্গল"— ঐ ঐ

"দ্বিজেন্দ্র-মঙ্গল"— ঐ ঐ

"অপূর্ব্ব-রত্নাবলী"—কবিবর শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত ও ফটো, বাঙ্গলা কবিতাগুলির ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ ও ভূমিকার সহিত দেবেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য মলাট ও কাগজের তারতম্য অনুসারে।

"বকুল-গুচ্ছ"—কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ও প্রকাশিত ইহা বঙ্গ-ভারতী-কণ্ঠহার কবিকুল-নেত্রী শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য—মলাট ও কাগজের তারতম্য-অনুসারে।

"অপূর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা"—(২য় খণ্ড)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত প্রকাশিত। ইহা সাহিত্য-রসজ্ঞ সুকবি প্রফেসর কৃষ্ণবিহারী গুপ্তে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য—মলাট ও কাগজের তারতম্য-অনুসারে।

"অপূর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা"—(৩য় খণ্ড)—ইহা সাহিত্য-রসজ্ঞ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্রকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মূল্য—মলাট ও কাগজের তারতম্য-অনুসারে।

৬২।৬৩ নং, বলরাম দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীভবতারণ সরকার বি-এ,
হেডমাষ্টার—শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা।